

“১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক উষ্ণতা” জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (IPCC) এর সর্বশেষ বিশেষ প্রতিবেদন

[জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (IPCC) এর সর্বশেষ বিশেষ প্রতিবেদনে সর্বমোট ১৯টি মূল পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ এবং এসকল সুপারিশের বিপরীতে ৭৩টি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণসমূহের সঠিক অর্থ ও পরিভাষা চিহ্নিত করা কিছুটা জটিল বিধায় শুধুমাত্র মূল পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহের ভাবানুবাদ করা হয়েছে।

নীতিনির্ধারকদের জন্য পর্যবেক্ষণসমূহের সারাংশ

এটি হচ্ছে এর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) এর সর্বশেষ প্রতিবেদন বিশেষ করে প্রাক-শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবসমূহের উপর পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতে বৈশ্বিক গ্রীণ হাউস গ্যাসসমূহ নির্গমন হ্রাসের পথনকশা বা কৌশল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা করে টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে এবং প্রেক্ষাপটেই মূলতঃ এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

নীতিনির্ধারকদের জন্য পর্যবেক্ষণসমূহের সারাংশ IPCC এর সকল ওয়ার্কিং গ্রুপের (১, ২ এবং ৩) একটি যৌথ সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয় এবং গত ০৮ অক্টোবর ২০১৮'তে দঃ কোরিয়ায় IPCC'র ৪৮তম সভায় এটি গৃহীত হয়।

সূচনাঃ যে কারণে IPCC এই প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে

(UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change) কর্তৃক আয়োজিত ২১তম বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি (জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত বৈশ্বিক চুক্তি, যেটা ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত) গৃহীত হয় এবং ২০২০ সাল পরবর্তী সময়ে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে রাখার জন্য গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের প্রয়োজনে IPCC 'কে ২০১৮ সালের মধ্যে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের অনুরোধ করে। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে IPCC বৈশ্বিক সম্মেলনের এই অনুরোধ গ্রহণ করে এবং প্রতিবেদনটি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

“নীতিনির্ধারকদের জন্য পর্যবেক্ষণসমূহের সারাংশ” হচ্ছে এই বিশেষ প্রতিবেদনটির মূল পর্যবেক্ষণসমূহ যেগুলো প্রধানত ১.৫ ডিগ্রী বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত এবং এর তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য (প্রাক-শিল্পযুগের পরবর্তী সময়ে ১.৫ এবং ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির সমস্যা ও ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ) প্রয়োজনীয় তথ্যের ভিত্তি হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক, কারিগরী এবং আর্থ-সামাজিক দলিলাদিসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে এসকল মূল পর্যবেক্ষণসমূহের সাথে সম্পর্কিত যেসকল বিশ্বাসযোগ্যতার মাত্রা (The level of Confidence like “High, medium and low” etc.) আরোপন করা হয়েছে সেগুলোও IPCC এর গৃহীত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য নির্ধারিত মানদণ্ড ব্যবহার করেই আরোপন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনের মূল পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ

এ. ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ে ধারণা

এ.১ ধারণা করা হচ্ছে মানব সৃষ্ট উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বিগত প্রাক-শিল্প বিপ্লব সময়ের চাইতে আনুমানিক ১.০ সেলসিয়াস'র মত বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। তবে এটা বর্তমানে ০.৮ ডিগ্রী থেকে ১.২ ডিগ্রী এর মধ্যে আছে এবং যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই হার একই ভাবে চলতে থাকে তবে আগামী ২০৩০ সাল থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা রয়েছে (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

এ.২ এই প্রাক-শিল্প বিপ্লব সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানবসৃষ্ট গ্যাসসমূহ নির্গমনের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা বছরের পর বছর এমনকি শতাব্দী থেকে লক্ষ বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে বৈশ্বিক জলবায়ুতে পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দেখা দিবে বিশেষ করে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং এর সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক প্রভাবসমূহ (নিশ্চিত বিশ্বাস)। তবে এটা নিশ্চিত নয় যে, এসকল গ্রীণ হাউস গ্যাসসমূহই বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধির একমাত্র কারণ (মধ্যম বিশ্বাস)।

এ.৩ বর্তমানে প্রাকৃতিক এবং মানব ব্যবস্থার (Human System) জন্য ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বেশী হলেও তা ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম (নিশ্চিত বিশ্বাস) হবে (কারণ ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত)। তবে এই ঝুঁকির মাত্রা নির্ভর করবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ও তীব্রতার উপর, ভৌগলিক অবস্থান, কি পরিমাণ উন্নয়ন করা হয়েছে তার উপর, বিপদাপন্নতার মাত্রা এবং প্রশমন ও অভিযোজন ক্ষেত্রে পছন্দ এবং বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ের উপর (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

বি. জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ভবিষ্যত প্রক্ষেপন, সম্ভাব্য প্রভাব এবং এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ

বি.১ জলবায়ু বিশ্লেষণ সম্পর্কিত মডেলসমূহ বর্তমানে ১.৫ ডিগ্রী তাপমাত্রার সাথে ভবিষ্যতে ১.৫ ডিগ্রী থেকে ২.০ ডিগ্রী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে জলবায়ুসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যে পরিবর্তন বা পার্থক্য সৃষ্টি হবে তা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রক্ষেপন করেছে। এসকল প্রক্ষেপিত পার্থক্যসমূহে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে; বেশীর ভাগ ভূমি এবং সমুদ্র এলাকায় গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি (নিশ্চিত বিশ্বাস), অধিক জনবসতি অঞ্চলগুলোতে তীব্র ও চরমভাবাপন্ন তাপমাত্রা (নিশ্চিত বিশ্বাস), অনেক অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত (মধ্যম বিশ্বাস) এবং কোন কোন অঞ্চলে খড়া বৃদ্ধি এবং বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কমে যাওয়া (মধ্যম বিশ্বাস) ইত্যাদি।

বি.২ ২১০০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ০.১ মিটার কম হতে পারে (মধ্যম বিশ্বাস)। ২১০০ সাল অতিক্রম করার পরও সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ভালভাবেই অব্যাহত থাকবে (নিশ্চিত বিশ্বাস) এবং এই বৃদ্ধির হার নির্ভর করবে ভবিষ্যত নির্গমন মাত্রার উপর। তবে একটি ধীর গতির সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ, নিম্ন ভূমির উপকূলীয় অঞ্চল এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলসমূহের জনগোষ্ঠী ও বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিযোজন কৌশল গ্রহণের সামর্থ্য ও সুযোগ সৃষ্টি করবে (মধ্যম বিশ্বাস)।

বি.৩ বৈশ্বিক উষ্ণতা ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে ভূমিতে অবস্থিত জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব বিশেষ করে বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষতি ও বিলুপ্তির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হতে পারে। ২.০ ডিগ্রী বৃদ্ধির চাইতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে ভূ-স্থিত মিঠাপানি এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর নেতিবাচক প্রভাব কম হবে এবং এসকল খাত থেকে মানবজাতির জন্য আরও বর্ধিত ও নরবিচ্ছিন্ন হারে সেবা পাওয়া যাবে (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

বি.৪ বৈশ্বিক উষ্ণতা ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলে সেটা সমুদ্রের উপর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান হারকে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং একই সাথে এর সাথে সম্পর্কিত বিশেষ করে সমুদ্রের অল্পতা বৃদ্ধি এবং অক্সিজেন মাত্রা ক্রমবর্ধমান হারে কমে যাওয়ার বিষয়টি হ্রাস করতে পারবে (নিশ্চিত বিশ্বাস)। ধারাবাহিকভাবে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ তাপমাত্রা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য বিশেষ করে মাংস খাত এবং বাস্তুতন্ত্রসমূহে সম্ভাব্য ক্ষতি বা ঝুঁকির পরিমাণ কম হতে পারে এবং মানবজাতির জন্য এদের সেবার পরিমাণ বাড়তে পারে। সম্প্রতি এ বিষয়ের উপর আকটিক সহসাগরের বরফ স্তর এবং উষ্ণ পানির প্রবাল পাচীরের পরিবর্তনসমূহ থেকে এটা প্রমাণিত হয় (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

বি.৫ মানবজাতির বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে তাদের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, মানবিক নিরাপত্তা এবং সর্বপোষি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে এবং ২.০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এই ঝুঁকি আরও বাড়বে।

বি.৬ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৈশ্বিক তাপমাত্রায় অভিযোজন চাহিদা কিছুটা কম থাকতে পারে কিন্তু ২.০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে (নিশ্চিত বিশ্বাস)। ব্যাপক এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে অভিযোজনের সুযোগ থাকলে তা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে (নিশ্চিত বিশ্বাস)। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলেও কিছু জনগোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভিযোজনের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা থেকেই যাবে এবং তার বাইরে তাদের অভিযোজন সম্ভব হবে না (মধ্যম বিশ্বাস)। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূলতঃ তাদের অভিযোজনের সুযোগ, সংখ্যা ও পরিমাণ ইত্যাদি নির্ভর করে (মধ্যম বিশ্বাস)।

সি. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে নির্গমন কৌশল ও ব্যবস্থার সম্ভাব্য রূপান্তর

সি.১ ২০৩০ সালের মধ্যে ২০১০ সালের অবস্থা (২০১০ সালে প্রতি বছর যে হারে বৈশ্বিক গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হচ্ছে তার পরিমাণ) থেকে ৪৫% (অর্থাৎ ২০১০ সালের তুলনায় ৪০-৬০% গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস) পর্যন্ত গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা এবং ২০৫০ সালে মধ্যে “শূন্য কার্বন উদগীরন” লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে গৃহীত আদর্শ পথ-কৌশলগুলোতে (Model Pathways) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। তবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে (বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে ৬৬% সম্ভাবনার কথা বলেছেন) রাখার জন্য অবশ্যই ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমনের হার

২০% (প্রতি তিন বছরে ২০১০ সালের তুলনায় ১০%, এভাবে দশ বছরে ৩০% হারে হ্রাস করা) কমাতে হবে এবং ২০৭৫ সালের মধ্যে “শূন্য গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন” হার অর্জন করতে হবে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গ্রহীত “শূন্য গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন” হার পথ-কৌশল এবং ২.০ সেলসিয়াসের জন্য গ্রহীত পথ-কৌশল আসলে একই হবে (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

সি২. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পথ-কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে দীর্ঘ মেয়াদে অর্জনযোগ্য জ্বালানী ব্যবস্থার রূপান্তর করতে হবে, একই সাথে ভূমি ব্যবহার, অব্যবহার (পরিবহন এবং দালান-কোঠা উন্নয়ন) এবং শিল্প ব্যবস্থাপনারও রূপান্তর করতে হবে (নিশ্চিত বিশ্বাস)। এই ব্যাপকভিত্তিক এই ব্যবস্থাসমূহের রূপান্তর হবে নজিরবিহীন বা অপ্রত্যাশিত, তবে খুব দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে এমন নয়, কিন্তু রূপান্তর ব্যবস্থার সকল খাতেই নির্গমন হ্রাস করার কৌশল থাকতে হবে। এজন্য একটি ব্যাপক প্রশমন (গ্রীন হাউস গ্যাস হ্রাস) কর্মসূচি গ্রহণ এবং বিনিয়োগের সুযোগসমূহ বৃদ্ধি করতে হবে (মধ্যম বিশ্বাস)।

সি৩. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সকল পথ-কৌশলসমূহ একবিংশ শতাব্দির মধ্যেই প্রতি বছর ১০০-১০০০ গিগাটন হারে কার্বন ডাই অক্সাইড (GtCo2) অপসারণ করার প্রযুক্তি (CDR-Carbon dioxide Removal) ব্যবহার করতে হবে। এই CDR প্রযুক্তি একই সাথে অবশিষ্ট নির্গমন হ্রাসেও ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যবহার হবে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে ঋণাত্মক নির্গমন হার যোগ করবে (নিশ্চিত বিশ্বাস)। এই শত শত গিগাটন হারে কার্বন ডাই অক্সাইড (GtCo2) অপসারণ করার CDR প্রযুক্তি ব্যবহার হবে প্রধানত টেকসই এবং এর বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করেই (নিশ্চিত বিশ্বাস)। ভূমি এবং জ্বালানী চাহিদা সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত স্বল্প-মেয়াদী নির্গমন হার কমানোর ব্যবস্থাদি CDR প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষ করে যে সকল ক্ষেত্রে বা কার্বন হ্রাস কর্মসূচিসমূহ জৈব-জ্বালানী এবং কার্বন সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয় (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

ডি. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণ প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক সাড়া (সহায়তা কৌশল) দেওয়ার বিষয়টি জোরদার করা

ডি১. প্যারিস চুক্তির অধীনে সদস্য দেশসমূহ কতৃক তাদের জাতীয়ভাবে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে তা আসলে ২০৩০ সাল পর্যন্ত গ্রীণ হাউস গ্যাস উদগীনের হার হবে প্রতিবছর ৫২-৫৮ গিগাটন/কার্বনসমতুল্য (মধ্যম বিশ্বাস)। গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের এই সমন্বিত পথ-কৌশলে মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণতাকে কোনভাবেই ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হবে না এমনকি এর পরিপূরক লক্ষ্যমাত্রা আরও বৃদ্ধি এবং পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হলেও ২০৩০ সালের পরেও তাপমাত্রা হ্রাস পাবে না (স্থির বিশ্বাস)। তবে বৈশ্বিক উষ্ণতার এই অবস্থাকে সাময়িকভাবে মেনে নিতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে তাপমাত্রা ২.০ সেলসিয়াসের নিচে রাখার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে বিশেষ করে ২০৩০ সালের পূর্বেই ব্যাপক আকারে এবং ভালভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড এর নিট নির্গমন হার হ্রাস করতে হবে। এবং এটা তখনই অর্জন সম্ভব হবে যদি ব্যাপক আকারে কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ করার (CDR) লক্ষ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় (স্থির বিশ্বাস)।

ডি২. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বা উষ্ণতা যদি ২.০ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে না রেখে বরং ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা যায় তাহলে টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ এবং অসমতা হ্রাস করার বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো বা মোকাবেলা করার যে প্রচেষ্টা চলছে তা আরও শক্তিশালী হবে। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এড়ানো বা মোকাবেলায় গৃহীত প্রশমন এবং অভিযোজন কার্যক্রমসমূহ একত্রে ভাল ফল দিতে পারে এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ কমে আসতে পারে (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

ডি৩. প্রত্যেকটি দেশই তার জাতীয় প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের সম্ভাব্য সুযোগসমূহকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং একই সাথে তা বাস্তবায়ন ও অর্জনের জন্য সহায়ক পরিবেশ ও নীতিমালা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা সম্ভব হলেই টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের সুফলসমূহ পাওয়া যাবে তবে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহকে সমন্বয় করাও এক্ষেত্রে সম্ভব (স্থির বিশ্বাস)।

ডি৪. প্রশমনের সুযোগসমূহ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত সকল পথ-কৌশলসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বহুমুখী ফলাফল এর সাথে সম্পর্কিত এবং বিভিন্ন টেকসই লক্ষ্যগুলোর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ পরিপূরক। প্রশমন কার্যাবলী বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য বহুমুখী ফলাফলের সংখ্যা পরিপূরক সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী। তাদের নেট ফলাফল অবশ্য নির্ভর করে প্রশমন কার্যাবলীর আকার, রূপান্তর কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা এবং কতটা দ্রুততার সাথে পরিবর্তন হচ্ছে তার গতির উপর (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

ডি৫. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রী বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি সীমিতকরণ আসলে নির্ভর করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থার আমূল রূপান্তর। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার লক্ষ্য অর্জন নির্ভর করবে অভিযোজন ও প্রশমন

খাতে ক্রমবর্ধমান বনিয়োগ বৃদ্ধি, নীতি উপকরণসমূহের কার্যকর ব্যবহার, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং আচরণগত পরিবর্তনের উপর (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

ডি৬. বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে টেকসই উন্নয়ন ধারণা সমাজের মৌলিক ব্যবস্থাগুলোকে প্রায়শই পরিবর্তন ও রূপান্তরে সহযোগীতা করে। এ ধরনের পরিবর্তন জলবায়ু-সহনশীল (Climate Resilient) উন্নয়নের পথকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা করে, দারিদ্র এবং অসমতা দূরীকরণের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন এবং প্রশমন ক্ষেত্রে উচ্চ লক্ষ্য অর্জনেও কাজ করে (নিশ্চিত বিশ্বাস)।

ডি৭. বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের উচ্চবিলাসী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এসকল লক্ষ্যসমূহ অর্জনে জাতীয় এবং জাতীয়ভাবে অধীনস্ত বিভিন্ন সেক্টর এবং দায়িত্ব পালনে ক্ষমতাপ্রাপ্তদের, নাগরিক সমাজ, ব্যক্তি খাত, আদিবাসী ও উপজাতী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে তারা সর্বক্ষেত্রে সহযোগীতা করতে পারে (স্থির বিশ্বাস)। আন্তর্জাতিক সহযোগীতাও এক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্র এবং তাদের জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের প্রেক্ষাপটে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তবে উন্নয়নশীল এবং বিপদাপন্ন দেশসমূহের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (স্থির বিশ্বাস)।

এই বিশেষ প্রতিবেদনের কিছু প্রধান সংগা বা ধারণা

বৈশ্বিক উপরিভাগের গড় তাপমাত্রা: ভূমি এবং সমুদ্র উপরিস্থিত বরফের তুলনায় সমুদ্র-নিকটস্থ বাতাসের বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা এবং বরফ মুক্ত অঞ্চলসমূহের তুলনায় সমুদ্র উপরিস্থিত তাপমাত্রার উপর পরিমাপকৃত বৈশ্বিক গড় এবং একই সাথে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে স্থিরকৃত মানের তুলনায় প্রাপ্ত/পর্যবেক্ষণকৃত পরিবর্তন ও বিচ্যুতি।

প্রাক-শিল্পযুগ: একটি ব্যাপক আকারের শিল্পায়ন বিশেষ করে ১৭৫০ এর শতকের পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে চলা সময়কাল। তবে এখানে রেফারেন্স হিসাবে ১৮৫০-১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়কে আনুমানিক প্রাক-শিল্পযুগ সময় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা: “বৈশ্বিক উপরিতলের গড় তাপমাত্রা” প্রতি ৩০ বছরে প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় গড়ে যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তার হিসাব অথবা ৩০ বছর সময়ের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বছর বা যুগকে কেন্দ্র করে প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ। ৩০ বছর সময়কালের মধ্যে কিছু বছর গত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও সময় রয়েছে এবং অনুমান করা হয় যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপমাত্রা আরও বহু যুগ ধরে চলতে থাকবে।

নেট শূন্য কার্বন উদগীরন: যখন একটি সুনির্দিষ্ট সময়কালে মানব-সৃষ্ট কার্বন উদগীরন এবং মানব-সৃষ্ট কার্বন অপসারণের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জন করবে তখনই “শূন্য কার্বন উদগীরন” লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ: মানব-সৃষ্ট কার্যক্রমের দ্বারা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড অপসারণ করা এবং এই কার্বন কোন সমুদ্র আধারে, ভূগর্ভ বা ভূ-উপরিস্থিত কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টেকসইভাবে সংরক্ষণ করা। এই কার্বন অপসারণ প্রক্রিয়াটি জৈববিষয়ক বা জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইডকে ভূবিদ্যে রাখা এবং সরাসরি বাতাসকে আবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মোট কার্বন বাজেট: প্রাক-শিল্প যুগ থেকে বৈশ্বিকভাবে মানব-সৃষ্ট এবং উদগীরনকৃত কার্বনের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ এবং এর পর থেকে যে সময়কালের মধ্যে এই মানব-সৃষ্ট কার্বন উদগীরনের নেট পরিমাণ “শূন্য” হবে। এর ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং অন্যান্য মানব-সৃষ্ট নির্গমনের প্রভাবসমূহও হিসাবে আনা সম্ভব হবে।

সচিবালয়: ইকুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।

ফোন: ৮৮-০২-৯১২০৩৫৮/ ৯১১৮৪৩৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৯৩৯৫, ই মেইল: info@equitybd.net, ওয়েব: www.equitybd.net